গাউসে পাকের ঈমানোদ্দীপক বয়ান সমগ্র

২ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
কেবল এক সপ্তাহের মেহনত ! ৩
১. আল্লাহর ওলীদেরও ইলমে গায়ব দান করা হয় ৫
আল্লাহর ওলীগণের কৃপা-দৃষ্টির মহিমা ৬
২. উম্মতের সংশোধনের জন্য দরদ ৭
বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করলেন ৮
গাউসে পাকের পবিত্র জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ৮
গাউসে পাক ও উম্মতের কল্যাণকামিতার স্পৃহা ৯
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১১
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঈমান উদ্দীপক বয়ান ১১
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও একনিষ্ঠতা ১২
জীবনকে গণীমত মনে করুন! ১৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে আমার

উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। একজন ফেরেশতা ঐ দরুদ আমার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। **(মু'জামউল কবীর, ৮/১৩৪, সংখ্যা ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামি' সগীর, পৃষ্ঠা:৮১, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন, যেমন; নিয়ত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কেবল এক সপ্তাহের মেহনত !

হযরত আহমদ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, একজন উবাইয়া নামক অনারবী লোক পীরানে পীর, পীরে দস্তগীর, হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিষ্য ছিলো। তার মেধা ছিলো খুব দুর্বল। অনেক কষ্ট করে বোঝানোর পরও মাসআলা

বুঝতে পারতো না। কিন্তু হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একজন ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীর জন্য দয়া, আন্তরিকতা ও স্নেহ এত গভীর ছিলো যে, তিনি অনেক পরিশ্রম করে তাকে পড়াতেন। না বুঝলে তাকে বারবার বোঝাতেন।

আহমদ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, একদিন হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার শিষ্যকে খুবই যত্ন করে পড়াচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ইবনে সামহাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। যখন ইবনে সামহাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দেখলেন যে, গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঐ ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর জন্য খুব মেহনত ও পরিশ্রম করছেন; তিনি অবাক হলেন। ঐ শিক্ষার্থী যখন পড়া শেষে করে চলে গেলো তখন ইবনে সামহাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, আমি অবাক হলাম; আপনি একজন দুর্বল ছাত্রকে পড়ানোর জন্য এতো মেহনত করছেন। তখন গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, এই শিষ্যের জন্য আমার মেহনত ও পরিশ্রম করার সময় আর এক সপ্তাহের চেয়েও অনেক কম রয়ে গেছে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই এই বেচারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

ইবনে সামহাল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেমন বলেছিলেন, ঠিক তাই হলো। সপ্তাহের শেষ দিনে এসে ঐ শিক্ষার্থী ইন্তিকাল করলো।

(কুলায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় অনেক মাদানী ফুল রয়েছে;

১. আল্লাহর ওলীদেরও ইলমে গায়ব দান করা হয়

প্রথম মাদানী ফুল পাওয়া গেলো যে, আউলিয়া কিরামও আল্লাহ পাকের দানক্রমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন। তাঁদেরও ইলমে গায়ব দান করা হয়। পারা: ২৯, সূরা: জিন, আয়াত: ২৬ থেকে ২৭ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰى غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(পারা ২৯, সূরা জ্বীন, আয়াত ২৬-২৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না। আপন মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত।

এই আয়াতে এ কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাক নিজের মনোনীত রাসূলদের অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন। ইমামগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইলমে গায়ব দুই প্রকার:

১. খাস ইলমে গায়ব- যা শুধুমাত্র নবী - রাসূলদের عَلَيْهِ السَّلَام দান করা হয়।

২. দ্বিতীয় প্রকারের ইলমে গায়ব যা রাসূলদের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ পাক আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام অথবা ইলহামের মাধ্যমে আউলিয়া কিরামের অন্তরে কিছু ইলমে গায়ব দান করেন।

(শরহে মাক্বাসিদ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০)

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام গায়বের সংবাদ দেয়ার জন্যই তো আসেন কারণ জান্নাত, দোযখ, হাশর-নশর, আযাব, সাওয়াব এ সকল বিষয় গায়ব নয় তো আর কী? আম্বিয়া কিরামের عَلَيْهِ السَّلَام দায়িত্বই হলো তারা ঐসব বিষয় জানাবেন যা বিবেক

এবং ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ চোখ, কান ইত্যাদির) নাগালের বাইরে আর এরই নাম হলো গায়ব। আল্লাহর ওলীদেরও ইলমে গায়ব দান করা হয় কিন্তু তা আম্বিয়া কিরামের عَلَيْهِ السَّلَام মাধ্যমে। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৬, অংশ: ১)**

আল্লাহর ওলীগণের কৃপা-দৃষ্টির মহিমা

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক আউলিয়া কিরামের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে কাউকে ভালোবাসি তখন كُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِیْ یُبْصِرُ بِهٖ আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৫৯৭, হাদীস: ৬৫০২)**

অর্থাৎ যখন বান্দা আল্লাহ পাককে ভালবাসে আর আল্লাহ পাকও তাকে ভালোবাসেন, তখন ঐ বান্দা ফানাফিল্লার মর্যাদায় পৌঁছে যায়। তখন তার অঙ্গে খোদায়ি শক্তি কাজ করে। **(মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৬১)** আর ঐসব অঙ্গের মধ্যে চোখও অন্তর্ভুক্ত। যদিও বাহ্যিকভাবে ঐ চোখ সাধারণ মানুষের চোখের মতো। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের নূর দিয়ে অবলোকন করেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চোখের কতো ক্ষমতা! আমরা তাকালে আকাশ পর্যন্ত দেখতে পারি। ভেবে দেখুন, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আউলিয়া কামিলীন যারা চোখের মণি দিয়ে নয় বরং আল্লাহর নূর, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা দিয়ে দেখেন; তারা যখন দেখার জন্য চোখ তুলেন তাদের দৃষ্টি কতো দূর পর্যন্ত যেতে পারে? তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ الله মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মুমিন বান্দা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে।

(মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. উম্মতের সংশোধনের জন্য দরদ

দ্বিতীয় নাম্বার মাদানী ফুল হলো; এই ঘটনার প্রতি গভীর মনযোগ দিয়ে দেখুন যে, গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে উম্মতের কল্যাণ ও সংশোধনের কেমন স্পৃহা ছিলো!

তার শিষ্যের মেধা ছিলো খুব দুর্বল । প্রথমত আমাদের সমাজে দেখা যায় অনেক শিক্ষক আছেন যারা দুর্বল শিক্ষার্থীদের বকাবকি বেশি করেন, মারেন, তিরস্কার করেন। অনেক সময় এমনও বলেন: যাও, কোথাও গিয়ে কাজ শেখো, পড়াশোনা তোমার জন্য আসেনি।

কিন্তু কুরবান হোন! হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার দুর্বল শিষ্যকে মাদরাসা থেকে বের করে দেননি। তিনি জানেন যে, এ লেখা পড়া করে বড় কোনো আলিম হতে পারবে না। তারপরও তাকে পড়াচ্ছেন যাতে সে ইলমে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মাদরাসায় আসা যাওয়া করতে থাকে। কেননা ইলমে দ্বীনে যে ফযিলত আছে তা আর কোথাও নেই।

سُبْحٰنَ الله! একে বলে আমল সংশোধনের দরদ, পরোপকার করার স্পৃহা, অন্যের ভালো করার মানসিকতা। আহ! যদি আমাদেরও তা নসীব হয়ে যেতো।

বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করলেন

৫৪৫ হিজরীর রযমানুল মুবারকের ৭ তারিখ, সোমবারের রাত। ইশার নামাযের পর হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার মাদরাসায় বিপদমূলক পরীক্ষার ব্যাপারে বয়ান করছিলেন। এর মধ্যেই তিনি বললেন: যদি তোমাদের মধ্যে কারো ছেলে কোনো জালেমের কাছে বন্দী হয়, তোমরা কি তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে না? একজন আরিফ (অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অবহিত কামিল মুসলমান) এমনই হন। সমস্ত মাখলুক তার কাছে সন্তানের মতো আর তিনি তাদেরকে নফস ও শয়তানের কারাগার থেকে মুক্ত করার চেষ্টারত থাকেন। **(আল ফাতহুর রব্বানী, পৃষ্ঠা: ২০২)**

মনে রাখবেন! হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই নির্দেশনা শুধুমাত্র শিক্ষকদের জন্য নয়। তিনি বলেছেন: আরিফে কামিল সমস্ত মাখলুককে (অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মানুষকে) নফস ও শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালান।

আহ! আমাদেরও যদি এই স্পৃহা নসীব হতো। আমরাও যদি আমাদের মুসলমান ভাইদের কল্যাণকামী হতাম। আমরাও যদি নিজেরা নফস ও শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমল করতাম, গুনাহ পরিহার করতাম এবং অন্যকেও নেকীর দাওয়াত দিতাম।

গাউসে পাকের পবিত্র জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

শাওয়ালুল মুকাররম, ৫৪৫ হিজরি, জুমার দিন। হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার মাদরাসায় মুসলমান

ভাইদের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়ে বয়ান করলেন। বয়ানের মধ্যখানে তিনি বললেন: পবিত্র হলেন সেই সত্তা যিনি আমার হৃদয়ে সৃষ্টিজগতের কল্যাণকামিতার স্পৃহা দান করেছেন এবং সৃষ্টিজগতের কল্যাণ করা আমার জীবনের মহৎ লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের কল্যাণকামী। তার জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। তোমরা সফল হলে আমি আনন্দিত হই। যদি তোমরা ধ্বংস হও তবে আমি কষ্ট পাবো। **(আল ফাতহুর রব্বানী, পৃষ্ঠা: ৪১)**

গাউসে পাক ও উম্মতের কল্যাণকামিতার স্পৃহা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হৃদয়ে উম্মতের কল্যাণকামিতার স্পৃহা কি পরিমাণে বিদ্যমান ছিলো, তা অনুমান করার জন্য গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি ঈমান উদ্দীপক বাণী শুনুন। اِنْ شَآءَ الله এই বাণী শুনলে আশিকানে গাউসে আযমের হৃদয় খুশি হয়ে যাবে।

৫৪৬ হিজরি সন, রজবুল মুরাজ্জব মাস, জুমার দিন। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার মাদরাসায় তাওহীদের বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্যের সমাপ্তিতে কথা গুটিয়ে নিতে বললেন: হে লোকেরা! আমি কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের দিকে মনোযোগ দেই। আমার মাঝে তোমাদের জন্য এমন সহানুভূতি ও দরদ রয়েছে যে, যদি সম্ভব হতো তোমাদের প্রত্যেকের কবরে গিয়ে তোমাদের বদলে আমি নিজেই মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসতাম।

(আল ফাতহুর রব্বানী, পৃষ্ঠা: ৩১৮)

سُبْحٰنَ اللّٰه! হে আশিকানে রাসূল, গভীরভাবে চিন্তা করুন। এ কেমন দরদ! এ কেমন মহান স্পৃহা!

মনে রাখবেন! কবরের প্রথম রাত খুব কঠিন রাত। এ রাতে মৃত ব্যক্তি কষ্টে জর্জরিত থাকে। দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার বিরহ, সন্তানদের থেকে বিচ্ছেদের শোক, রুহ কবজ হওয়ার যন্ত্রণা, কবরের চাপ, অন্ধকার, একাকীত্ব এসব কিছুর মাঝে ফেরেশতারা কবরের দেয়াল ফেটে হাজির হয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে।

এই দুনিয়ায় আমাদের অনেক বন্ধু, আত্মীয় রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ থাকে নিজের স্বার্থ হাসিল হওয়া পর্যন্ত। আর যে বিশ্বস্ততার সাথে সারা জীবন পাশে থাকে সেও কবরের পাড় পর্যন্ত। হয়তো বাবাও নিজের সন্তানের জন্য এই আশা করে না যে, বাবা, আমি চাই যে, তোমার কবরে তোমার বদলায় আমি শুয়ে যাবো আর তোমার পক্ষ হয়ে মুনকির-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেবো। এই হলো পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর, বড় পীর, সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর শান। যিনি বলেছেন: হে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত! আমার আকাঙ্ক্ষা হলো; তোমাদের কেউ যেন কবরের আযাব ও একাকীত্বে জর্জরিত না হও। তোমাদের কারো কবর যেন জাহান্নামের গর্তে পরিণত না হয়। আমি নিজে তোমাদের কবরে এসে তোমাদের পক্ষ হয়ে মুনকির নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেবো যেনো তোমাদের কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে যায় আর তোমরা মুক্তি পেয়ে যাও।

আল্লাহ পাক হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ করুক। আহ! আমরাও যেন তার কামিল মুরিদ হয়ে যাই।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত বুযুর্গ ✯ তার নাম মুবারক হলো আব্দুল ক্বাদের আর উপনাম আবু মুহাম্মদ ✯ মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনের জীবনদাতা) আর গাউসুস সাকলাইন (অর্থাৎ জিন ও মানুষের গাউস, সাহায্যকারী) তার প্রসিদ্ধ উপাধি। ✯ হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪৭০ হিজরিতে জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন ✯ ৯১ বছর বয়স পর্যন্ত এই দুনিয়াতে ছিলেন ✯ ৫৬১ হিজরিতে তিনি দুনিয়া থেকে পর্দা করেন **(গাউসে পাক কে হালাত, পৃষ্ঠা: ১৫)** ✯ তিনি ওলীদের ওলী, পীরদের পীর, পীরে-দস্তগীর, রওশন যমীর, সুলতানুল আউলিয়া ✯ যেমনিভাবে তিনি বেলায়তের জগতে অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ✯ তেমনিভাবে ইলমের জগতেও অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ✯ তিনি তার যুগের সবচেয়ে বড় মুফতী ছিলেন ✯ যথারীতি ফাতাওয়া লিখতেন ✯ এবং মাদরাসায়ও পাঠদান করতেন।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঈমান উদ্দীপক বয়ান

হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীনী খিদমতের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা ও বয়ান করা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তার নিজের মাদরাসায় নিয়মিত ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিতেন ✯ হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল ক্বাদের

জিলানী সপ্তাহে ৩ দিন বয়ান করতেন ✯ ইব্রাহীম বিন সা'দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলিমদের পোশাক পরে এবং উচ্চ স্থানে (উদাহরণস্বরুপ মিম্বর ইত্যাদিতে) বসে বয়ান করতেন ✯ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, প্রথমদিকে আমার কাছে দু' তিনজন লোক বসতো। তারপর ধীরে ধীরে লোক সমাগম বাড়তে থাকে। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ঘোড়া, খচ্চর, উট ইত্যাদির উপর আরোহন করে বয়ান শুনতে আসতো। ঐ সময় প্রায় ৭০ হাজার লোকের ইজতিমা হতো (পরবর্তীতে এই ইজতিমায় লোকসংখ্যা আরো বাড়ে)। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৭৭)** ✯ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহযাদা হযরত আব্দুল ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে বড় বড় উলামা মাশায়িখ উপস্থিত হতেন ✯ এদের মধ্যে ৪০০ বড় বড় উলামা এমন ছিলেন যারা খাতা, কলম নিয়ে তার কথাগুলো লিখতেন **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৮৪)** ✯ শায়খ উমর কিমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কখনো এমন হয়নি যে, তিনি বয়ান করেছেন আর মাহফিলের মধ্য হতে কেউ তাওবা করেনি। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান শুনে কেউ না কেউ তাওবা করতো। অমুসলিম কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যেত। **(কুলায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৯৩)** ✯ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং নিজে বলেন: আমার হাতে ৫ হাজারেরও অধিক অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে আর এক লাখেরও বেশি গুনাহগার তাওবা করেছে। **(কুলায়িদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৯৬)**

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও একনিষ্ঠতা

বাহজাতুল আসরার শরীফে রয়েছে, হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহযাদা শায়খ আব্দুল ওয়াহাব

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য দূর-দূরান্তে সফর করেন। অনেক বছর ধরে তিনি ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। ইলমে দ্বীন অর্জন শেষে বাগদাদ শরীফে ফিরে এসে একদিন তিনি তার সম্মানিত পিতা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে আরয করলেন, আমি আপনার উপস্থিতিতে বয়ান করতে চাই। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনুমতি দান করলেন। সুতরাং, মাহফিল সজ্জিত হলো, লোক জমায়েত হলো। শায়খ আব্দুল ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি বয়ান শুরু করলাম, সম্মানিত পিতা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও উপস্থিত ছিলেন। আমি অনেক ইলমী বিষয়ে বয়ান করলাম, নিজের হিসাবে অনেক ভালো বক্তব্য রাখলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতো ভালো ইলমী আলোচনা শুনে কারো মনও গলেনি আর কারো চোখ দিয়ে অশ্রুও পড়েনি।

যাইহোক, আমার বয়ান সমাপ্ত করলাম। তখন সম্মানিত পিতা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মিম্বরে এসে বয়ান শুরু করলেন। তিনি শুধুমাত্র এতটুকুই বললেন: كُنْتُ صَائِمًا اَمْسِ কাল আমি রোযা রেখেছিলাম।

তার এই কথার মধ্যে এমন প্রভাব ছিলো যে, পুরো সমাবেশ আবেগপ্রবণ হয়ে গেলো। আশ্চর্যকর রুহানীয়্যত ছেয়ে গেলো। আমি খুবই অবাক হলাম যে আমি বড় বড় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলাম, তাতে মানুষের উপর কোনো প্রভাব পড়লো না। অন্যদিকে আব্বাজান শুধুমাত্র এতটুকু বললেন যে, আমি কাল রোযা রেখেছিলাম আর তাতেই মাহফিলের পরিবেশই পাল্টে গেলো। কিন্তু এর রহস্য কী? আব্বাজান আমার বিস্ময় দূর করার জন্য বললেন: বাবা! তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করছিলে। তোমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ান

করছিলে। কিন্তু আমি নিজে থেকে কিছু বলি না বরং وَ عِزَّةِ الْعَزِيْزِ مَا تَكَلَّمْتُ حَتّٰى قِيْلَ لِيْ بِحَقِّي عَلَيْكَ تَكَلَّمْ يُسْمَعُ مِنْكَ আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজ থেকে কিছু বলি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বলা না হয় যে, হে আব্দুল ক্বাদের, তোমার উপর আমার যে হক রয়েছে, সেই হকের কারণে কথা বলো। তোমার কথা শোনা হবে। **(তুলু'এ গাউসে আযম, পৃষ্ঠা: ২৯৪)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কতো মহান শান! তার বয়ানে কেমন ইখলাস ও কেমন লিল্লাহিয়্যত ছিলো! একদিকে বড় বড় ইলমী বিষয়ে বয়ান হচ্ছে, বিভিন্ন ইলমী দিক (Intellectual points) নিয়ে উচ্চ মানের আলোচনা হচ্ছে কিন্তু সমাবেশ আবেগপ্রবণ হয়নি কিংবা মাহফিলের পরিবেশও পরিবর্তন হয়নি। অন্যদিকে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধুমাত্র এতটুকু বললেন: আমি কাল রোযা রেখেছিলাম। আর তাতে পুরো জমায়েতের চেহারা বদলে গেলো; মানুষের মন গলে গেলো। হৃদয়ে কাঁপন শুরু হলো। কিন্তু কেনো? এর রহস্য কী? রহস্য হলো এই যে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজ থেকে বলতেন না বরং আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করতেন। তার সন্তুষ্টির জন্য বয়ান করতেন। আল্লাহ পাক ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে হুকুম দিতেন, হে আব্দুল ক্বাদের! বয়ান করো, তোমার বয়ান শোনা হবে। سُبْحٰنَ اللّٰه!

মুসলমানরা এ থেকে অনুমান করতে পারবে যে যখন এমন একনিষ্ঠতার সাথে বয়ান করা হয় তখন ঐ বয়ান কতটুকু প্রভাব ফেলে। এমন বয়ান মানুষের অন্তরে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে জীবন বদলে দেয়। এ কারণেই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ানে যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতো, তাদের ভাগ্য বদলে যেতো।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, হুযুর গাউসে পাক, বড় পীর, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান কেমন বিপ্লবী ছিলো। মানুষ তার বয়ান শুনে সীমাহীনভাবে প্রভাবিত হতো। তাদের অন্তরে নবী প্রেমের প্রদীপ জ্বলে উঠতো, হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হতো । তার বয়ান শুনে মানুষ নিজের গুনাহের কারণে লজ্জিত হতো এবং তাওবা করে নেককার মানুষে পরিণত হতো।

আসুন, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিপ্লবী বয়ান হতে ইলম, হিকমত ও নসীহতের মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

জীবনকে গণীমত মনে করুন!

১০ শাওয়ালুল মুকাররম, ৫৪৫ হিজরি, রবিবার। সকালের সময় হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার মাদরাসায় তাওবার বিষয়ে বয়ান করলেন। এই বয়ানের শুরু তিনি একটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করেন।

আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ فُتِحَ لَهٗ بَابٌ مِّنْ خَيْرٍ যার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেওয়া হয় فَلْيَنْتَهِزْهُ তো তার উচিৎ ঐ দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করা। فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَتٰى يُغْلَقُ عَلَيْهِ কেননা সে জানে না যে, এই দরজা তার জন্য কখন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(যুহদ লি ইবনি মুবারক, পৃষ্ঠা: ৭৬, হাদীস: ১১৭)

এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করার পর হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে লোকেরা, দ্রুত করো। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের দরজা খোলা থাকে, নিজের নিঃশ্বাসগুলোকে গণীমত মনে করো। অতি শীঘ্রই এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ

পর্যন্ত তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, নেক আমলকে গণীমত মনে করো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকে, তাকে গণীমত মনে করো। দোয়ার দরজা খোলা রয়েছে, দোয়া করাকে গণীমত মনে করো। নেককার লোকদের সংস্পর্শে বসার দরজা এখনো খোলা রয়েছে, একে গণীমত মনে করো।

হে লোকেরা! তোমরা যে ক্ষতি করে বসে আছো, তা পূরণ করো। আঁচলে যে (গুনাহের নাপাকি) লাগিয়ে বসে আছো, তা ধুয়ে নাও। যে মন্দ করে বসে আছো, তা সংশোধন করো। অন্তরে গুনাহের যে কালো দাগ পড়েছে, তা সাফ করো। যে (সম্পদ) তোমরা অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছো, তা ফিরিয়ে দাও। আপন মালিক ও মাওলা (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) এর নাফরমানী থেকে প্রত্যাবর্তন করো। আল্লাহর দুয়ারে হাজির হও। সেখানে কেউ নেই, কেবল খালিক ও মালিক আল্লাহ পাক আছেন। যদি তুমি ঐ দরজায় উপস্থিত হও তবেই তুমি তার বান্দা। যদি তুমি সৃষ্টির প্রতি মনযোগী হও (যেমন; মাল ও দৌলত অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ো আর সে কারণে আল্লাহর দরজায় হাজির না হও, আল্লাহকে ভুলে যাও; তখন তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করছো না বরং) সৃষ্টির বান্দা হয়ে গেছো। হে মানুষ, অলসতা করো না। কেননা অলসতা হলো চিরস্থায়ী বঞ্চনা ও লজ্জার কারণ।

হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বয়ানে আরো বলেন: কিয়ামতের দিন মানুষ দুনিয়াতে নিজের কৃত ভালো ও মন্দ আমলসমূহকে স্মরণ করবে কিন্তু ঐ দিন লজ্জা করে কোনো লাভ হবে না। মৃত্যুর পূর্বে কিয়ামতকে স্মরণ করাতেই কল্যাণ রয়েছে।

যখন মানুষ ফসল তোলে, তখন বীজ বপন করার কথা স্মরণ করে কোনো লাভ নেই। বর্ণিত আছে, দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। **(মাকাসিদুল হাসনাত, পৃষ্ঠা: ২২৫, হাদীস: ৪৯৭)** যে এখানে ভালো কাজের বীজ বপন করবে, কিয়ামতের দিন খুশিমনে ফসল তুলবে আর যে দুনিয়াতে খারাপ কাজের বীজ বপন করবে, কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে।

(মুসনাদ শিহাব, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩২, হাদীস: ৩৬৪)

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: (হে লোকেরা!) যখন তোমাদের মৃত্যু আসবে, তোমরা অলসতার ঘুম ভেঙে জাগ্রত হবে। কিন্তু ঐ সময় জাগ্রত হয়ে কোনো লাভ হবে না। হে মানুষ, মন্দ লোকের সংস্পর্শ তোমাদের মনে নেককার লোকের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে মুস্তফার অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করো। সফলতা তোমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। মহান আল্লাহকে এইভাবে লজ্জা করো, যেমনিভাবে লজ্জা করা তার হক। উদাসীনতায় সময় নষ্ট করো না। তোমরা ঐ সম্পদ জমাতে ব্যস্ত রয়েছো, যা তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না। ঐ স্বপ্নে বিভোর আছো, যা পর্যন্ত তোমরা পৌঁছাতে পারবে না। ঐ ইমারত নির্মাণ করছো যাতে তোমরা (সারাজীবন) থাকতে পারবে না, আর এসব বিষয়ই তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে উদাসীন করে দিয়েছে।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার বয়ানে আরো বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সমস্ত কল্যাণের কল্যাণ আল্লাহর কাছে আর সমস্ত মন্দের মন্দ আল্লাহর দুশমনের কাছে। আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে যাও, কল্যাণ এতেই রয়েছে। আল্লাহর দরবার থেকে দূরে পালানোতে কেবল মন্দ নিহিত রয়েছে।

হে লোকেরা! তোমাদের উপর আবশ্যক হলো ১. মৃত্যুকে স্মরণ করো। ২. বিপদে ধৈর্যধারণ করো। এবং ৩. সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। যখন এই তিনটি বৈশিষ্ট্য তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তোমাদের মৃত্যু এই অবস্থায় আসবে যে, তোমরা মৃত্যুকে স্মরণ করার কারণে যাহিদ (অর্থাৎ দুনিয়াত্যাগী) হয়ে গেছো। ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর দরবার থেকে নিজের ইচ্ছে মতো প্রতিদান লাভ করবে এবং তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। **(আল ফাতহুর রব্বানী, পৃষ্ঠা: ৩১-৩৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পীর, পীরানে পীর, বড় পীর, হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল ক্বাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতো সুন্দরভাবে তাওবার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। এখনো তো নিঃশ্বাস চলমান আছে। আহ! না জানি কবে এই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আর আমরা জীবনের খেলায় হেরে মৃত্যুর পথ ধরে কবরের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবো। তাই, এখনো সময় রয়েছে। হায়াত এখনো আছে। নিঃশ্বাস এখনো চলমান। আসুন, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর উপর আমল করে তাওবা করি। আজ পর্যন্ত যতো গুনাহ হয়েছে, তা থেকে সত্যিকার তাওবা করি, তাওবার শর্তও পূরণ করি। অর্থাৎ নামায কাযা থাকলে তা আদায় করি। রোযা কাযা থাকলে তা রাখি। কারো হক পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করি। কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিই। আর তাওবা করে ভালো, নেক আমলের জীবনযাপন শুরু করি।

আহ! আজকের এই পবিত্র ইজতিমা থেকে মূল্যবান উপদেশগুলো, গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই ঈমান উদ্দীপক নসীহতগুলো আমরা যদি উপহার মনে করে নিজের মধ্যে সারা জীবনের জন্য ধারণ করতাম যে, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর জন্য তেমন হয়ে যাও, যেমন তোমাদের বুযুর্গানে দ্বীন, আল্লাহর নেককার বান্দাগণ ছিলেন। আল্লাহ পাক তোমাদের উপর তেমনই দয়া করবেন, যেমন তাদের উপর করতেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পবিত্র শিক্ষার উপর আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد